যায়যায়দিন

তারিখ ...05 APR 2007...
পৃষ্ঠা ...২... কলাম ...১...

সার্ক শীর্ষ সম্মেলনের সমাপনী অধিবেশনে ভাষণ দিচ্ছেন সার্কের নতুন চেয়ারপারসন মনমোহন সিং (বামে); সার্ক নেতৃবৃন্দের সহধর্মিণীদের সম্মানে ইনডিয়ান প্রধানমন্ত্রীর পত্নী গুরশরন কাউর গতকাল মধ্যাহ্ন ভোজের আয়োজন করেন -পিটিআই

নিউ দিল্লিতে শেষ হলো চতুর্দশ সার্ক শীর্ষ সম্মেলন

সমৃদ্ধ সাউথ এশিয়া গড়তে ৩০ দফা

যাযাদি ডেস্ক

সাউথ এশিয়ায় স্থায়ী শান্তি ও উন্নয়নের লক্ষ্যে সার্ককে কার্যকর সংস্থায় পরিণত করার অঙ্গীকারের ৩০ দফা ঘোষণার মধ্য দিয়ে নিউ দিল্লিতে শেষ হলো চতুর্দশ সার্ক শীর্ষ সম্মেলন। নিউ দিল্লি ঘোষণায় দারিদ্র্য, ব্যাধি, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও সন্ত্রাস সম্মিলিতভাবে প্রতিরোধের পাশাপাশি সদস্য দেশগুলোর মধ্যে বাজার উদারীকরণের কথা বলা হয়েছে। গতকাল বুধবার দু'দিনব্যাপী সম্মেলনের সমাপনী দিনের একমাত্র বক্তা সার্কের নতুন চেয়ারম্যান ইনডিয়ার প্রধানমন্ত্রী ড. মনমোহন সিং এ অঞ্চলকে সন্ত্রাসমুক্ত ও সমৃদ্ধ করতে সদস্য দেশগুলোকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান। আগামী সম্মেলনের উদ্যোক্তা হিসেবে মালে নির্ধারণের ঘোষণাকে স্বাগত জানান মালদ্বীপের প্রেসিডেন্ট মামুন আবদুল গাইয়ুম।

নিউ দিল্লির বিজ্ঞান ভবনে সমাপনী অনুষ্ঠানে পৃঃ ১১ কঃ ১

সমৃদ্ধ সাউথ এশিয়া গড়তে

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

ড. মনমোহন সিং সার্কের অমিত সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে সদস্য দেশগুলোর আন্তরিক সহযোগিতা কামনা করেন। স্বাগত জানান নতুন সদস্য দেশ আফগানিস্তানকে। এছাড়া তিনি নতুন আসা পর্যবেক্ষকদের সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ জানান। পরে ইনডিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী প্রণব মুখার্জি এক সংবাদ সম্মেলনে যৌথ ঘোষণার বিষয়গুলো তুলে ধরেন।

চতুর্দশ সার্ক শীর্ষ সম্মেলনের যৌথ ঘোষণায় সাউথ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে আঞ্চলিক কানেকটিভিটি বাড়ানোর কথা বলা হয়েছে। নেতারা সার্ক দেশগুলোর মধ্যে নাগরিকদের অবাধ যাতায়াত, পণ্য পরিবহন এবং তথ্য বিনিময়ের ব্যাপারে একমত হয়েছেন। এ সময় সাউথ এশিয়ায় সমন্বিত বহুমুখী পরিবহন ব্যবস্থা গড়ে তোলার কথা বলা হয়। সার্ক নেতারা সাউথ এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ফান্ড দ্রুত কার্যকর করার পক্ষে একমত হন। এ ফান্ডের আওতায় আঞ্চলিক ও উপ-আঞ্চলিক বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়নের কথা বলা হয়েছে। জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করার ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন সার্ক নেতারা। প্রচলিত উৎসগুলোর ওপর নির্ভরশীল না থেকে সবার জন্য আধুনিক জ্বালানি উৎসে জোরদার করার কথা বলা হয়েছে। এর মধ্যে হাইড্রো পাওয়ার, বায়ো ফিউয়েল প্রভৃতির কথা বলা হয়েছে। পরিবেশ সংরক্ষণের বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে সমন্বিত উদ্যোগ নেয়ার জন্য তিনটি কমিশন গঠনের প্রস্তাব করা হয়েছে। সার্ক নেতারা বাণিজ্য উদারীকরণ এবং আঞ্চলিক সহযোগিতার অন্য ক্ষেত্রগুলো চালুর স্বার্থে সাফটা চুক্তি বাস্তবায়নের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তারা একমত হয়েছেন সন্ত্রাস দমনে প্রয়োজনীয় সমন্বিত উদ্যোগ নিতে।

গতকাল সন্ধ্যায় সার্কের আট নেতা নিউ দিল্লি ঘোষণা অনুমোদন করেন। নেতারা সম্মিলিতভাবে দারিদ্র্য, ব্যাধি, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও সন্ত্রাস প্রতিরোধের চ্যালেঞ্জ সম্মিলিতভাবে মোকাবেলার অঙ্গীকার করেন। ঘোষণায় তারা বলেন, এ অঞ্চলের সমন্বিত সমৃদ্ধি নিশ্চিত করতে হলে এসব চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সাউথ এশিয়ান দেশগুলোকে একযোগে কাজ করতে হবে। এর কোনো বিকল্প নেই।

সার্ক নেতারা সন্ত্রাসবাদকে এ অঞ্চলের শান্তি ও নিরাপত্তার হুমকি হিসেবে চিহ্নিত করেন এবং সন্ত্রাসী তৎপরতায় নিরীহ বেসামরিক লোকজন হত্যার তীব্র নিন্দা জানান। তারা সন্ত্রাসবাদের মূল উৎপাটনে ঐক্যবদ্ধ উদ্যোগের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। কর্মকাণ্ডেরই দূষিত রূপ বলে চিহ্নিত করেন এবং তা প্রতিরোধে জাতীয় পর্যায়ে অভিজ্ঞতা বিনিময়ের ব্যাপারে একমত হন। এ ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সব কনভেনশন বাস্তবায়নে তাদের অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেন। তারা সন্ত্রাসবাদের অর্থায়ন বন্ধে সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক কনভেনশন কার্যকর করার কথা বলেন। পাশাপাশি তারা মাদক ও অস্ত্র চোরাচালান, নারী ও শিশু পাচার এবং অন্যান্য আন্তঃদেশীয় অপরাধ দমনের ওপর জোর দেন এবং এ ক্ষেত্রে সদস্য দেশগুলোর আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর মধ্যে সহযোগিতা বাড়ানোর কথা পুনর্ব্যক্ত করেন।

এ বিষয়ে পারস্পরিক সহযোগিতা বিষয়ক সার্ক কনভেনশনের খসড়া তৈরি করায় সদস্য নেতারা ইনডিয়ার প্রশংসা করেন।

সাফটা চুক্তি সময়মতো সবার অনুমোদন পাওয়ায় আট নেতা সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং একে কাজে পরিণত করার জন্য চাপ দেন। তারা সেবা খাতে যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব একটি চুক্তি চূড়ান্ত করার আহ্বান জানান। শুল্ক পদ্ধতির মধ্যে সমন্বয়ের জন্য এক ব্যাপকভিত্তিক চুক্তির প্রয়োজনীয়তা রয়েছে বলে জানান নেতারা। পাশাপাশি তারা এ অঞ্চলের মধ্যে বাণিজ্য চাঙ্গা করতে সংশ্লিষ্ট প্রযুক্তিগত সুযোগ-সুবিধার মধ্যে সমন্বয়ের আহ্বান জানান।

নিউ দিল্লি ঘোষণায় এ অঞ্চলের দেশগুলোর মধ্যে আকাশ, নৌ ও স্থলপথে সমন্বিত পরিবহন ব্যবস্থা গড়ে তোলার ওপর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে এবং এ ক্ষেত্রে সুফল পাওয়ার স্বার্থে অবকাঠামোগত উন্নয়নের পাশাপাশি কাস্টমস ক্লিয়ারেন্স ও অন্যান্য বিধিবিধান সংস্কারের কথা বলা হয়েছে। সার্ক নেতারা নতুন সদস্য আফগানিস্তানকে সংযুক্ত করায় সার্ক রিজিওনাল মাল্টিমোডাল ট্রান্সপোর্ট স্টাডির ব্যাপ্তি বাড়ানোর আহ্বান জানান। তারা সার্কে নতুন সদস্য হিসেবে আফগানিস্তান এবং পর্যবেক্ষক দেশ হিসেবে চায়না, জাপান, ইওরোপিয়ান ইউনিয়ন, সাউথ কোরিয়া, আমেরিকা ও ইরানের অন্তর্ভুক্তিকে স্বাগত জানান।

নেতারা নিজস্ব উদ্ভাবনমূলক উন্নয়নের জন্য মডেল হিসেবে প্রতিটি সদস্য দেশে সার্ক ভিলেজ ঘোষণার কথা বলেন। তাদের মতে এ স্বীকৃতি এ অঞ্চলের জীবনমান বৃদ্ধিতে উৎসাহব্যঞ্জক ভূমিকা রাখতে সাহায্য করবে। তারা সার্ক উন্নয়ন তহবিলকে (এসডিএফ) একটি গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি হিসেবে আখ্যায়িত করেন এবং এ অঞ্চলের মানুষের আর্থ সামাজিক উন্নতির স্বার্থে এসডিএফ